অতিরিক্ত আইজিপি পদে পদোন্নতি পেলেন কুষ্টিয়ার রেজাউল করিম

অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো: রেজাউল করিম পিপিএম সেবা। তিনি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার সন্তান।

সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং:০৫.০০.০০০০.১৩৩.১২.০০৪২.২৫-১৭১ মূলে অতিরিক্ত আইজিপি (গ্রেড
২) পদে পদোন্নতি লাভ করেন তিনি।

পদোন্নতি পাওয়ায় উচ্ছ্বাস আনন্দে ভাসছে তাঁর সহকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। ফুলেল ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি। তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সিলেট রেঞ্জ ডিআইজির মোঃ মুশফেকুর রহমান। এছাড়া সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে এসএমপি’র বিভিন্ন পদ মর্যাদার অফিসার ও ফোর্স এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গ পুলিশ কমিশনার কে জানাচ্ছেন ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

গত পাঁচ আগস্ট আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর ডিআইজি হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে রেজাউল করিম এসএমপি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৫ সেপ্টেম্বর। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সিলেট মহানগরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরাতে বহুমুখী চেষ্টায় সফল হন তিনি।

পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি, পুলিশি কার্যক্রম গতিশীল করা, হকার ও যানবাহনের অবৈধ স্ট্যান্ড উচ্ছেদ এবং অসময়ে মহানগরে ট্রাক চলাচল বন্ধ করে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো, রেজিস্ট্রেশনবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত নিষিদ্ধ রিকশা চলাচল বন্ধ করা, চোরাচালানের মূল হোতাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং মাদকদ্রব্য কেনা-বেচা-সেবন ও জুয়া-পতিতাবৃত্তি বন্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তিনি।

তার জনবান্ধব তৎপরতায় সর্বমহলে ভরসার জায়গা করে নেন তিনি। সিলেট শাহজালাল (রহ.) মাজারের ওরস বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সমাধানে সফল হয়েছেন তিনি। সেকারনে কাংখিত পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে ওরস।

[redacted]

[redacted]

জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনীর আড়পাড়া পূর্ব পাড়ার মহসিন মোল্লার ছেলে খোকন, মহব্বত, মহব্বত আলীর ছেলে মানিক, নওদাপাড়া তোফাজ্জেল হকের ছেলে আব্দুল ওয়াহেদ ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে । জেলার সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত হলেন গাড়াবাড়িয়া হলদেপাড়ার পিতাঃ খইর উদ্দিনের ছেলে মোঃ শেরকুল ইসলাম।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে ।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত হলেন চেংগাড়ার মোঃ হারুনুর রশিদের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ৩

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত গাংনীর
বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, কাজীপুর (খন্দকারপাড়া) এলাকার মো. জিয়ারত আলী, ভবানীপুরের মো. আলী হোসেনের ছেলে মো. রায়হান কবির, এবং রায়পুর মধ্যপাড়ার মৃ. হাজারী বিশ্বাসের ছেলে মো. ফুরাত আলী ওরফে ফরহাদ হোসেন।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের

সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড

অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে জেলার সকল ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার-ফোর্সদের অংশগ্রহণে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা, অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) কনক কুমার দাস। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার-ফোর্সের শারীরিক ফিটনেস ও টার্নআউটের ভিত্তিতে জিএস (গুড সার্ভিসেস) মার্ক এবং অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এবং রেঞ্জ ডিআইজি, খুলনা প্রদত্ত নির্দেশনা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত ১, ছিনতাইকারীকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে খায়রুল ইসলাম (৪০) নামে একজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহত খায়রুল ইসলাম তেরাইল গ্রামের মৃত বিচার উদ্দীনের ছেলে। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে খায়রুল ইসলামের ওপর ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হামলা চালান সানোয়ার হোসেন (৩৫) সহ কয়েকজন

ছিনতাইকারী। এসময় ছুরি দিয়ে আঘাত করার পর খায়রুলের চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে সানোয়ারকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। সানোয়ার হোসেন বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার কড়ুইবাড়িয়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে বামুন্দি ক্যাম্প পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে সানোয়ার হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান।